সংবাদ

তারিখ : 02 JUL 2015
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি

নৈরাজ্যের দায় চাপানো হচ্ছে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের ঘাড়ে

মন্ত্রীকে পাশ কাটিয়ে সচিব চালু করে অনলাইন ভর্তি কার্যক্রম

রাকিব উদ্দিন

শিক্ষামন্ত্রীকে পাশ কাটিয়ে সচিবের স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্তে দেশের সকল কলেজে অনলাইন ও এসএমএসে ভর্তি কার্যক্রম চালু করায় তালগোল পাকলেও এখন এর দায় চাপানো হচ্ছে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের ঘাড়ে। তড়িগড়ি ও গোঁজামিল দিয়ে চালু করা 'স্মার্ট এডমিশন সিস্টেমে'র ফাঁদে পড়ে নাজেহাল-নাকাল দেশের লাখ লাখ শিক্ষার্থী। সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে উৎকণ্ঠায় থাকা অভিভাবকদের ঘুম হারাম। এ নিয়ে শিক্ষার্থীদের কোন ক্ষতি হবে না বলে শিক্ষা প্রশাসন থেকে আশ্বস্ত করা হলেও প্রশাসনের কর্মকাণ্ডে অসন্তোষ ও আস্থাহীনতা সৃষ্টি হচ্ছে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে।

এ বিষয়ে গতকাল ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড. শ্রীকান্ত কুমার চন্দ সংবাদকে বলেন, 'আমরা পর্যালোচনা করে দেখেছি- এখন পর্যন্ত যে পরিমাণ ভুল-ত্রুটি চিহ্নিত হয়েছে এর জন্য বেশি দায়ী শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। তারা নির্ভুলভাবে ভর্তির আবেদন ফরম পূরণ করতে পারেনি। কেউ অনলাইনে নিজের নাম ভুল দিয়েছে, কেউ প্রতিষ্ঠানের নাম ভুল দিয়েছে। আবার টাঙ্গাইলের বিএফ শাহীন কলেজে আবেদন করতে গিয়ে ঢাকার শাহীন কলেজে আবেদন করেছে। এ জাতীয় ভুল-ত্রুটিই বেশি।'

'বোর্ডের ভুল খুবই রেয়ার'- উল্লেখ করে ড. শ্রীকান্ত বলেন, 'এরপরও যেসব ভুল ধরা পড়ছে দ্বিতীয় মেধা তালিকা প্রকাশের আগে সেগুলো সমাধানে সাধ্যমতো চেষ্টা নৈরাজ্যের : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

নৈরাজ্যের : দায়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করা হচ্ছে।'
শিক্ষার্থীদের ঘাড়ে ভুলের দায় চাপানো হলেও তা মানতে নারাজ
অভিভাবকরা। মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে এসএসসি উত্তীর্ণ
এক ছাত্রকে সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজে ভর্তির জন্য মনোনীন করা হয়েছে।
ওই ছাত্রের অভিভাবক শহিদুল ইসলাম জানান, 'মানুষ হিসেবে আমার
ছেলে ভুল করতেই পারে। কিন্তু তাই বলে সে গার্লস কলেজে ভর্তি হতে
চাইবে?'
টাঙ্গাইলের সৃষ্টি স্কুল থেকে এসএসসি উত্তীর্ণ শ্যামা ভৌমিকের দুলাভাই
অ্যাডভোকেট সুমন ভৌমিক সংবাদকে জানায়, 'টাঙ্গাইলের কুমুদিনী স্কুল
অ্যান্ড কলেজসহ জেলার পাঁচটি কলেজে ভর্তির জন্য আবেদন করেছিল
শ্যাম। কিন্তু তাকে ভর্তির জন্য মনোনীত করা হয়েছে ঢাকার বিএফ শাহীন
কলেজে। এই ভুল অবশ্যই শিক্ষা বোর্ড করেছে।'
গুলশানে কালাচাঁদপুর উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে একাদশ শ্রেণীতে
৩৮টি আসন রয়েছে। অথচ এ প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য বোর্ডের মেধা
তালিকায় রয়েছে ২২ জন ছেলে।
ওয়েবসাইট থেকে ভর্তির তালিকায় নিয়ে ৫২ জন শিক্ষার্থী দু'দিন ধরে
ঘুরছে উত্তরার আজমপুরে 'অবস্থিত' ইউইউ ল্যাবরেটরি কলেজে ভর্তির
জন্য। কিন্তু সেখানে গিয়ে তারা এই নামে কোন কলেজেরই অস্তিত্ব
পাননি। ওই কলেজের ঠিকানায় গিয়ে দেখা যায় একটি বেসরকারি
বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম চলছে।
অস্তিত্বহীন ওই কলেজে ভর্তির জন্য মনোনীত শিক্ষার্থীদের একজন ইকবাল
হোসেন, যার রোল নম্বর ১৭৬৯৩৯। সে কুমিল্লা বোর্ড থেকে এসএসসি
পাস করে ঢাকায় এসেছে। কিন্তু ফলাফল এখন লাগামহীন 'দুর্ভোগ'।
অপর ছাত্র ছাইফুল ইসলাম, যার রোল নম্বর ৪০০২৬৩। সাইফুলেরও
একই সমস্যা। তারা বলেন, 'আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করা হচ্ছে। আমরা
প্রয়োজনে আদালতে যাব। এটা মানা যায় না।'
ইকবাল ও সাইফুল বলেন, 'এভাবে শিক্ষার্থীদের ভুল স্থানে পাঠানো হচ্ছে।
অথচ পাশেই অবস্থিত ট্রাস্ট কলেজে শত শত আসন খালি রাখা হয়েছে।
ট্রাস্টে ভালো অবকাঠামোও রয়েছে।'
শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তারা জানান, প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত সক্ষমতা না
থাকার পরেও একসঙ্গে দেশজুড়ে ডিজিটাল পদ্ধতি চাপাতে গিয়ে
রীতিমতো জগাখিচুড়ি বানিয়ে ফেলা হয়েছে একাদশ শ্রেণির ভর্তি
প্রক্রিয়াকে। ভর্তির চলমান সংকট নিরসন দূরের কথা, মনোনীত
শিক্ষার্থীদের তালিকা প্রকাশের পর চার দিন চলে গেলেও একের পর এক
বেরিয়ে আসছে হয়রানি ও দুর্ভোগের নানা কাহিনী।
প্রায় ৭০ হাজার শিক্ষার্থী অনলাইনে আবেদন করেও কোন কলেজে ভর্তির
জন্য মনোনীত হয়নি। অথচ বহু কলেজে আসন খালি। আবার চার দিন
ধরে চেষ্টা করে বোর্ডের ওয়েবসাইট থেকে তালিকা সংগ্রহ করতে পারলেও
অসংখ্য ভুল ধরা পড়ায় অনেক শিক্ষার্থীকে ভর্তি করাতে পারছে না অনেক
নামি প্রতিষ্ঠান।